ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৫২ ● কলকাতা ● ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩২ ● শুক্রবার ● ০৬ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

# রাজ্যের প্রাপ্য চাইতে দিল্লিতে মোদি-মমতা সাক্ষাৎ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী সোমবার দিল্লি যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার দাবিকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সময় চেয়েছে নবান্ন। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হতে পারে।অভিযোগ, ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার অর্থ আটকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই দুই প্রকল্পে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে টাকা আটকানোর দাবিতে দিল্লিতে দরবার করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদাররা। নিজের ভাঁড়ার থেকে টাকা দিয়ে প্রকল্পগুলিকে 'জীবিত' রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বকেয়া অর্থ চেয়ে কেন্দ্রকে বারবার চিঠিও দিয়েছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কখনও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কখনও আবার হিসেব না দেওয়ার অজুহাতে বাংলার পাওনা থেকে বঞ্চিত করা

এরপর ৩ পাতায়

## কলকাতায় নিযুক্ত আমেরিকার কনসাল জেনারেলের সঙ্গে বৈঠক মমতার

**বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা**

কলকাতায় নিযুক্ত আমেরিকার কনসাল জেনারেল ক্যাথি গিলেস দিয়াজের সঙ্গে বৈঠক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বেশ কিছুক্ষণ কথা হয় তাঁদের। সেমিকনডাক্টর কারখানা নির্মাণে জমি দিয়ে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেন

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

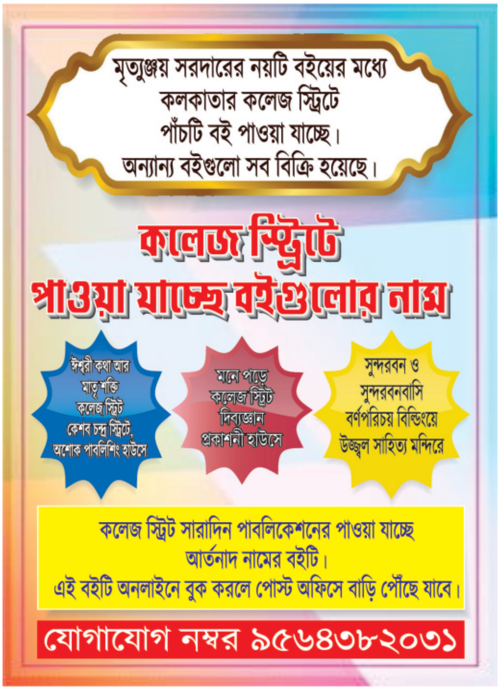

# আগাম জামিনে গেলেনই না, কুকথা-কাণ্ডে SDPO অফিসে অনুব্রত, দু'ঘণ্টা পর বেরোলেন হাসিমুখেই

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

ফোনে IC-কে হুমকি দিতে শোনা গিয়েছিল। সেই নিয়ে গত এক সপ্তাহ ধরে তোলপাড় হলেও, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশের সামনে হাজিরা দেননি। অবশেষে বৃহস্পতিবার, সাত দিন পর বোলপুর SDPO অফিসে হাজিরা দিলেন বীরভূমে তৃণমূলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ নেতা অনুব্রত মণ্ডল। দু'-দু'বার তলব এড়ানোর পর এদিন পিছনের ফটক দিয়ে SDPO দফতরে হাজির হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহধন্য 'কেষ্ট'।অনুব্রত আইফোনের ফেসটাইম অ্যাপ ব্যবহার করেই বোলপুরের IC-কে ফোন করেন বলে জানা গিয়েছে। এর আগে, জেলা পুলিশের সুপার আমনদীপ জানিয়েছিলেন, অনুব্রতর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মোট চারটি ধারায় অনুব্রতর বিরুদ্ধে মামলা হয়। এর মধ্যে দু'টি জামিনযোগ্য নয়। তাই অনুব্রত জামিনের আবেদন জানাতে পারেন বলে জল্পনা শোনা যায়। কিন্তু সেই রাস্তায় না গেলে তদন্তের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন অনুব্রত।

SDPO অফিস থেকে বেরনোর পরও অনুব্রত কোনও কথা বলেননি। তিনি কি সত্যিই IC-কে ফোন করেছিলেন, ফোনের ওই গলা কী তাঁর, জানতে চাইলেও নিরুত্তর ছিলেন আগাগোড়া। তবে সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি যাননি অনুব্রত। বরং সটান তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে হাজির হন। সেখানে হাসিমুখেই দেখা যায় তাঁকে। সেখানে প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে জিজ্ঞাসাবাদ। এর পর সেখান থেকে বেরিয়ে যান অনুব্রত।

বার বার তলব এড়িয়ে যাওয়ায় অনুব্রত সরাসরি জামিনের আবেদন করবেন কিনা, সেই নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল। সেই আবহেই এদিন দুপুর ৩টে বেজে ২৫ মিনিট নাগাদ হঠাৎই বোলপুরে SDPO অফিসে হাজির হন অনুব্রত। সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে SDPO অফিসের পিছনে পুলিশ লাইনের ফটক দিয়ে ভিতরে ঢোকেন তিনি। সাধারণত নিজের সাদা-কালো ইনোভা গাড়িটির পরিবর্তে এদিন টোল ব্যবসায়ী নাসিরের স্ত্রী সালমা বিবির নামে নথিভুক্ত বলে জানা গিয়েছে। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় যাতে কেউ বুঝতে না পারে, তার জন্যই অন্যের গাড়ি নেন বলে মনে করা হচ্ছে।

শুধু তাই নয়, বাড়ি থেকে SDPO অফিস যাওয়া নিয়েও যথেষ্ট সাবধানী ছিলেন অনুব্রত। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গলি রাস্তা দিয়ে গাড়িতে ওঠেন তিনি। সঙ্গে

এরপর ৩ পাতায়

# মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার শাহেনশা

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন**

মোবাইল চোর সন্দেহে নাবালকের উপর নারকীয় অত্যাচার! উলটো করে ঝুলিয়ে ইলেকট্রিক শক দেওয়া হয়েছিল তাকে! সেই ঘটনায় অবশেষে জালে মহেশতলার কারখানার মালিক। মুম্বইয়ের কল্যাণ থেকে গ্রেপ্তার কারখানা মালিক শাহেনশা। ধৃত তার দুই শাগরেদও। ইতিপূর্বে আরও দুজনকে গ্রেপ্তা করা হয়েছিল।জানা গিয়েছে, ইসলামপুরের ওই কিশোর দাদার সঙ্গে দেড় মাস আগে সন্তোষপুরের ওই জিন্স ওয়াশ কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিল। নাবালককে কেন কাজে নেওয়া হয়েছিল, সেই প্রশ্নও উঠেছে। কারখানায় নারকীয় অত্যাচারের শিকার হয় ওই বছর ১৪-এর কিশোর। কারখানায় একটি মোবাইল ফোন চুরি গিয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। সেই ফোন ওই কিশোর চুরি করেছে বলে অপবাদ দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আর তারই শাস্তিস্বরূপ কিশোরের উপর নারকীয় অত্যাচার চালানো হয়! ওই কিশোরের হাত-পা দড়ি দিয়ে বাঁধা হয় বলে অভিযোগ। তাঁকে উলটো করে ঝুলিয়ে এরপর

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

# রাজ্যের প্রাপ্য চাইতে দিল্লিতে মোদি-মমতা সাক্ষাৎ

হয়েছে। এদিনে তৃণমূল সাংসদরাও দিল্লির দরবার করেছে, তবু প্রাপ্য মেলেনি। এবার দিল্লি সফরে বিষয়টি নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী দ্বারস্থ হতে চলেছে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।ইতিপূর্বে রাজ্যের দাবি নিয়ে একাধিকবার মমতা দিল্লি গিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রীকেও দাবিপত্র তুলে দিয়েছেন। মোদি প্রতিশ্রুতি দিলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। তবু গণতান্ত্রিক রীতি মেনে আবারও রাজ্যের বিপুল বকেয়ার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি তুলে ধরতে চান। নবান্ন সূত্রে খবর, এই মুহূর্তে নানা প্রকল্প ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিপূরণের অর্থ বাবদ রাজ্যের বকেয়া প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। আটকে রয়েছে একশো দিনের কাজ, বাংলার বাড়ি প্রকল্পের টাকাও। দিল্লি সফরে তৃণমূলের সাংসদদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন মুখ্যমন্ত্রী। একটি পার্টি অফিসেরও উদ্বোধন করার কথা। তবে মুখ্যমন্ত্রী বিস্তারিত কর্মসূচি পরে জানানো হবে।

অভিযোগ, ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার অর্থ আটকে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই দুই প্রকল্পে তৃণমূলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে টাকা আটকানোর দাবিতে দিল্লিতে দরবার করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদাররা। নিজের ভাঁড়ার থেকে টাকা দিয়ে প্রকল্পগুলিকে 'জীবিত' রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রীর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি বকেয়া অর্থ চেয়ে কেন্দ্রকে বারবার চিঠিও দিয়েছেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। কখনও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কখনও আবার হিসেব না দেওয়ার অজুহাতে বাংলার পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এদিনে তৃণমূল সাংসদরাও দিল্লির দরবার করেছে, তবু প্রাপ্য মেলেনি। এবার দিল্লি সফরে বিষয়টি নিয়ে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী দ্বারস্থ হতে চলেছে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

(১ম পাতার পর)

# কলকাতায় নিযুক্ত আমেরিকার কনসাল জেনারেলের সঙ্গে বৈঠক মমতার

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পাশাপাশি বৈঠকের কথা জানান। লেখেন, "সল্টলেক সেক্টর ফাইভে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক অফ ইন্ডিয়ায় প্রায় ১৩ হাজার বর্গফুট জায়গা একটি মার্কিন সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে। তারা আরও ১৯ হাজার বর্গফুট জায়গা চেয়েছে। সে প্রক্রিয়া চলছে। আমাদের সরকার শিল্প, শিক্ষাক্ষেত্র, বিদ্যুৎ শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। পড়ুয়াদের উন্নতির কথা ভেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নানা যৌথ প্রকল্পে ইন্টার্নশিপের কথা ভাবা হচ্ছে।"

উল্লেখ্য, ক্ষমতায় আসার পর থেকে রাজ্যের উন্নয়নই যেন পাখির চোখ শাসক দলের। শিল্প এবং কর্মসংস্থানে তাই দেওয়া হয়েছে বিশেষ জোর। শিল্প টানতে তাই প্রতি বছর কলকাতায় বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে রাজ্য সরকার। তার ফলে বিনিয়োগ আসছে। বাড়ছে রাজ্যের আয়। বিদেশ থেকেও লগ্নি এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে তা সত্ত্বেও প্রায়শয়ই রাজ্যে শিল্প, কর্মসংস্থানের সুযোগ নিয়ে প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা।

# উল্টোরথের আগেই আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে দিঘা জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ

**কলকাতা**

মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন বাংলার সব বাড়িতে পৌঁছে দেবেন জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ। তার প্রস্তুতি সারা হয়ে গেছে। এবার পৌঁছে দেবার পালা। এমাসেই বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যেতে চলেছে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের প্রসাদ। মিষ্টির বাক্সে করে পাঠানো হবে প্রসাদ। তাতে থাকছে একটি গজা, একটি প্যাড়া ও জগন্নাথ মন্দিরের ছবি। এ মাসের ১৭ থেকে ২৭ জুন বাড়ি বাড়ি এই প্রসাদ বিলি করা হবে। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে,

২৭ জুন রথযাত্রা। তাই সেদিনের মধ্যে এই প্রসাদ বন্টন শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তবে তার মধ্যে কাজ শেষ না হলে ৫ জুলাই উল্টোরথের আগের দিন ৪ জুলাইয়ের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ শেষ করার চূড়ান্ত লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

দুয়ারে রেশন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে দেওয়া হবে এই প্রসাদ। যাঁরা রেশন পান না, তাঁদের বাড়িতে অন্যভাবে এই প্রসাদ বিলি করা হবে। মিষ্টির ওজন ও মাপ কি হবে তা ইতিমধ্যেই জেলাগুলিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খালি প্যাকেট পাঠানো হবে রাজ্য থেকে, তাতে থাকতে পারে দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের ছবি, সেই প্যাকেটে ভরা হবে মিষ্টি।

(২ পাতার পর)

# আগাম জামিনে গেলেনই না, কুকথা-কাণ্ডে SDPO অফিসে অনুব্রত, দু'ঘণ্টা পর বেরোলেন হাসিমুখেই

কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিলেন না। ছিলেন শুধু ব্যক্তিগত সচিব বিশ্বরূপ। গাড়ির পিছনের আসনে ছিলেন অনুরূপ, সামনে বিশঅবরূপ এবং গাড়ি চালাচ্ছিলেন সুকুমার। পিছনে আরও একটি গাড়ি ছিল। সকলের নজর এড়িয়ে অনুব্রত যাতে SDPO অফিসে পৌঁছতে পারেন, তার জন্য বিশেষ তৎপর ছিল পুলিশও।

এদিন পিছনের ফটক দিয়ে যখন SDPO অফিসে ঢোকেন অনুব্রত, সেখানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাডিশনাল এসপি রানা মুখোপাধ্যায়, SDPO রিকি আগরওয়াল। প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় অনুব্রতকে। সূত্রের খবর, হঠাৎ IC-কে কেন ফোন করেন অনুব্রত, ফোনে ওই ধরনের ভাষা কেন প্রয়োগ করেন, তা জানতে চাওয়া হয়। IC কী কী বলেছিলেন, এর বাইরে কিছু কথা হয় কিনা, তাও জানতে চান তদন্তকারীরা।

বোলপুরের IC-র সঙ্গে কথোপকথনে সুদীপ্ত বলে একজনকে মিটিং ডাকতে বলেন অনুব্রত। থানা ঘেরাও করতে বলেন। সুদীপ্ত সেই সময় অনুব্রতর সঙ্গে ছিলেন কিনা, এদিন তাও জানতে চাওয়া হয় বলে সূত্রের খবর। সূত্রের খবর, মন্ত্রী কথা বলেছেন বলে যে দাবি করা হয়, সেই চন্দ্রনাথ সিনহার ব্যাপারেও জানতে চাওয়া হয়। চন্দ্রনাথের ফোনের কথোপকথনও রেকর্ড করা হয় বলে জানা যাচ্ছে। সেই সময় অনুব্রতর পাশে আর কে ছিলেন, তা-ও জানতে চান তদন্তকারীরা।

## সম্পাদকীয়

### সম্পত্তি 'বেদখল' নিয়ে ওয়াকফ বোর্ডকে ধমক সুপ্রিম কোর্টের

ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে তীব্র বাদানুবাদের মধ্যেই নতুন বিতর্ক। দিল্লির একটি 'গুরুদ্বার' দখল করতে গিয়ে ধাক্কা খেল ওয়াকফ বোর্ড। সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিল, ওই সম্পত্তি ওয়াকফ বোর্ড দাবি করলেও সেখানে যেহেতু গুরুদ্বার রয়েছে, সেটাই থাকবে।সম্প্রতি, কেন্দ্র ওয়াকফ সংশোধনী বিল আনতেই পুরনো সেই বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। কেন্দ্রের নতুন আইনে জমি সংক্রান্ত ওয়াকফ বোর্ডের একচ্ছত্র অধিকারে কোপ বসানো হয়েছে। কেন্দ্র বলছে, কোনও জমির মালিকানা দাবি করলেই আগের মতো সেই জমি দখল করতে পারবে না ওয়াকফ বোর্ড। জমির বর্তমান মালিক সেটার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষে করতে পারে। সেই নয়া বিল নিয়েই আপাতত বিতর্ক চলছে সুপ্রিম কোর্টের অন্য বেঞ্চে।১৯৪৭ সাল থেকেই পূর্ব দিল্লির সাহাদারা এলাকায় গুরুদ্বারটি রয়েছে।কিন্তু ওয়াকফ বোর্ড দাবি করে, সম্পত্তিটি তাঁদের। ২০১০ সালে এই নিয়ে মামলা হয়। দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড দাবি করে, এটি আসলে গুরুদ্বার নয়। বরং একটি মসজিদ। যার নাম 'মসজিদ তাকিয়া বব্বর শের।' ওয়াকফ বোর্ডের দাবি, স্মরণাতীত কাল থেকেই ওই মসজিদ ছিল। কিন্তু গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষের দাবি, ১৯৫৩ সালে মহম্মদ আহসান নামের এক ব্যক্তি ওই জমি গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষের কাছে বিক্রি করেছেন। যদিও সেটার স্বপক্ষে কোনও প্রমাণ তারা দেখাতে পারেনি।

২০১০ সালে দিল্লি হাই কোর্ট ওই জমির মালিকানা গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়। পালটা সুপ্রিম কোর্টে যায় দিল্লি ওয়াকফ বোর্ড। সুপ্রিম কোর্টও গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষের পক্ষেই রায় দিল। শীর্ষ আদালত বলছে, গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষ যেমন মালিকানা প্রমাণ করতে পারেনি, তেমনই ওয়াকফ বোর্ডও জমির মালিকানা প্রমাণ করতে পারেনি। তাই ওই গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষকেই মালিকানা দেওয়া হোক।

## কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনচল্লিশতম পর্ব)

দিয়ে দেবী লক্ষ্মী পূজা করা হয়। লক্ষ্মীপূজো পঞ্চ উপাচার দশ উপাচার আলাদা 16 উপাচার এ করা হয়ে থাকে। পূজার মৌলিক নীতি হিসেবে লক্ষীর ধ্যান পূজা, মন্ত্র পাঠ ,পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও প্রণাম মন্ত্র পাঠ করতে হয় ।অবশেষে বিসর্জন দিতে হয় ।সাধারণত প্রতি বৃহস্পতিবার লক্ষ্মী পূজা করা হয় ।লক্ষী পুজা ই লক্ষীর পাঁচালী পড়া হয়। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে বিশেষভাবে লক্ষী পূজা করা হয।এই লক্ষ্মী পূজা কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা নামে পরিচিত। প্রতিটি হিন্দু পরিবারের লক্ষী পূজা করা হয় ।প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

## মুম্বই থেকে গ্রেপ্তার শাহেনশা

ইলেকট্রিকের শক দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের দাগও হয়ে গিয়েছে বলে খবর। সেই ঘটনার ভিডিও করা হয়েছিল। সেই ভিডিওই ভাইরাল হয়। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল। ডায়মন্ড হারবার পুলিশের তরফে খবর, তদন্ত চলছিল। একটি টিম মুম্বইয়ে পাঠানো হয়েছিল। সেই সূত্র ধরেই গ্রেপ্তার।তারা আপাতত পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। সবমিলিয়ে মোট পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

দক্ষিণ কলকাতার সন্তোষপুরে মোবাইল চুরির 'অপবাদে' কিশোরের উপর নির্যাতন করা হয়। উলটো করে ঝুলিয়ে মার, শরীরে ইলেকট্রিক শক দেওয়ার অভিযোগও ওঠে। তারপর থেকে নিখোঁজ ওই নাবালক। সাতদিন ধরে তার হদিশ মিলছে না। এর মধ্যেই চম্পট দিয়েছিল কারখানার মালিক শাহেনশা ও তার দুই শাগরেদ। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের কল্যাণ থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হল।

## সতীপীঠের অন্যতম কামাখ্যা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অনুমিত হয় প্রাচীনকালে কামাখ্যা ছিল খাসি উপজাতির বলিদানের জায়গা। এখনও বলিদান এখানে পূজার অঙ্গ। এখানে অনেক ভক্তই দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগলবলি দেন। কালিকা পুরাণ অনুসারে কামাখ্যায় পূজা করলে সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয়। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে ধৃত শর্মিষ্ঠা পানোলির জামিন মঞ্জুর কলকাতা হাইকোর্টে

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে পোস্ট করতে গিয়ে নোংরা মন্তব্য করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিলেন ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার শর্মিষ্ঠা পানোলি। তবে সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে ধৃত শর্মিষ্ঠা পানোলির জামিন মঞ্জুর হল আদালতে। বৃহস্পতিবার ধৃত আইনের ছাত্রীর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট.এর আগে শুনানিতে শর্মিষ্ঠা পানোলির আইনজীবীকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতির মন্তব্য ছিল, 'আমাদের বাকস্বাধীনতা আছে। কিন্তু তার মানে এটা নয় যে আমরা যা ইচ্ছা বলতে পারি। আমাদের দেশ বৈচিত্র্যে পূর্ণ। আপনার এই বক্তব্যের কারণে আমাদের দেশের নাগরিকদের একাংশের ভাবাবেগে আঘাত লেগেছে। যার ফলে এই চারটি FIR দায়ের হয়েছে।'গুড়গাঁও থেকে গ্রেফতার হওয়া শর্মিষ্ঠা পানোলির অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন মঞ্জুর হল কলকাতা হাইকোর্টে। এদিন ১০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন

মঞ্জুর করল আদালত। এর পাশাপাশি আদালতের তরফে এও বলা হয়েছে যে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে।

কলকাতা হাইকোর্টের তরফে বলা হয়, 'আদালতের অনুমতি ছাড়া দেশ ছাড়তে পারবেন না শর্মিষ্ঠা'। শিক্ষাগত কারণে দেশের বাইরে যেতে হলে নিম্ন আদালতকে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে, নির্দেশ আদালতের। শর্মিষ্ঠাকে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দিতে হবে, নির্দেশ আদালতের। হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদের কোনও প্রয়োজন নেই, পর্যবেক্ষণ আদালতের। 'যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছিল সেটা যান্ত্রিকভাবে করা হয়েছিল। সেখানে শুধুমাত্র গ্রেফতার করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, গ্রেফতার করতে হবে বলা হয়নি'। ধর্তব্যযোগ্য অপরাধ আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার ছিল, মন্তব্য বিচারপতির। নির্দিষ্টভাবে কী মন্তব্য করেছিলেন শর্মিষ্ঠা সেটা অভিযোগপত্রে বলা নেই, মন্তব্য বিচারপতির। যখন নোটিস দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছিল তখন শর্মিষ্ঠা কলকাতায় ছিলেন না, পর্যবেক্ষণ বিচারপতির।

উল্লেখ্য, ১৪ মে সোশাল মিডিয়ায় বিদ্বেষমূলক পোস্ট করেন তিনি। ১৫ মে তাঁর বিরুদ্ধে গার্ডেনরিচ থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরেই মহিলাকে তলব করে তাঁর কলকাতার বাড়িতে একাধিক নোটিস পাঠায় পুলিশ। হাজিরা এড়াতে বেপাত্তা হয়ে যান ধৃত মহিলা। অবশেষে দিল্লি থেকে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। এরপর জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় কলকাতার আনন্দপুরের বাসিন্দা ধৃত শর্মিষ্ঠা পানোলি। সোশাল মিডিয়ায় বিদ্বেষমূলক পোস্ট করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টার অভিযোগে গুরগাঁও থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে গার্ডেনরিচ থানা।

## আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

**Emergency Contacts**
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

**Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors**
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

**Administrative Contacts**
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

**Contacts of Railway Stations & Banks**
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

## রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 02 ভারত মেডিকেল হল | 03 সপ্না মেডিকেল হল | 04 ভারত মেডিক্যাল হল | 05 ঘোষ মেডিকেল | 06 ঔষধ ঘর |
| 07 আরোগ্য মেডিক্যাল | 08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি | 10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী | 11 সিনহা মেডিকেল হল | 12 গোকুল ফার্মেসী |
| 13 ঔষধ ঘর | 14 সৌভিক ফার্মেসি | 15 নির্মলা মেডিকেল হল | 16 মাতৃ ফার্মেসী | 17 ইউনিক ফার্মেসী | 18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি |
| 19 ঘোষ মেডিকেল | 20 সৌভিক ফার্মেসি | 21 আরোগ্য মেডিকেল | 22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী | 23 শোভা মেডিকেল হল | 24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার |
| 25 সিনহা মেডিকেল হল | 26 ঘোষ মেডিকেল | 27 মাতৃ ফার্মেসী | 28 সৌভিক ফার্মেসি | 29 নির্মলা মেডিকেল হল | 30 মাতৃ ফার্মেসী |

# রাজনীতি থেকে বার্লিনের ছাদে সংসার: মহুয়া মৈত্র ও পিনাকী মিশ্রর 'অপরিচিত' পরিণয়

**বেবি চক্রবর্ত্তী**

ভারতীয় রাজনীতিতে এ যেন এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা। যেখানে মতের ভিন্নতা, দলীয় অবস্থান, রাজ্য ও রাজনৈতিক ইতিহাসের ফারাক — সব পেরিয়ে, সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হলেন দুই প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং ওড়িশার পুরীর প্রাক্তন সাংসদ পিনাকী মিশ্র বিয়ে করলেন জার্মানির বার্লিন প্রাসাদের ছাদে — এক অত্যন্ত ব্যক্তিগত ও অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে।

৫১ বছরের মহুয়া এবং ৬৫ বছরের পিনাকী — দু'জনেরই এটি দ্বিতীয় বিবাহ। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব থেকে সম্পর্ক পরিণয়ের দিকে গড়ায়। ঘনিষ্ঠ মহল জানায়, ভিড়, মিডিয়া এবং রাজনৈতিক চাপ এড়াতেই 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং'-এর প্রচলিত ঢং এড়িয়ে বার্লিনকে বেছে নিয়েছেন তাঁরা। উপস্থিত ছিলেন কেবলমাত্র কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও আত্মীয়। মহুয়া মৈত্র, একসময়ে জেপি মর্গ্যান অ্যান্ড চেস-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট, কর্মজীবন ছেড়ে রাজনীতিতে আসেন ২০০৯ সালে। করিমপুর থেকে শুরু করে কৃষ্ণনগরের লোকসভা জয়— তাঁর যাত্রাপথ সদা আলোচনায় থেকেছে। অন্যদিকে, পেশায় বিশিষ্ট আইনজীবী পিনাকী মিশ্র ১৯৯৬ সালে কংগ্রেসের টিকিটে সংসদে প্রবেশ করেন, পরে বিজেডি-র

এরপর ৬ পাতায়

# বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছিল এক BSF জওয়ানকে

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

বাংলাদেশ সহ্যর সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ওই দেশের কিছু দুষ্কৃতী মুর্শিদাবাদ সীমান্ত থেকে এক BSF জওয়ানকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়। যদিও কয়েক ঘণ্টা পরেই ওই জওয়ানকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বুধবার বাংলাদেশের কর্মকর্তারা এই তথ্য জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, নুরপুরের সুতিয়ারে বিএসএফ ক্যাম্পের কাছে চাঁদনি চকের কাছে এই ঘটনা ঘটে। ৭১তম ব্যাটালিয়নের শ্রীগণেশকে বাংলাদেশিরা সীমান্ত পার করে এসে নিয়ে গিয়েছিল ওপারে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রাথমিকভাবে অনুপ্রবেশকারীদের তাড়া

করার সময় বিএসএফ জওয়ানরা বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করেছিল বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু পরে বিএসএফের তদন্তে স্পষ্ট হয়ে যায় যে জওয়ানরা ভারতীয় ভূখণ্ডেই ছিলেন এবং সেখান থেকেই শ্রীগণেশকে জোর করে বাংলাদেশে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

বিএসএফের এক আধিকারিককে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, ওই জওয়ান মানবিকতার খাতিরে বাংলাদেশিদের কথা বলতে আসতে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই সব বাংলাদেশিরা অপরাধী ছিল। তারা সেই জওয়ানকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। বিএসএফ সূত্রে খবর, বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় কাঠালিয়া গ্রামের কাছে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীর আটকাতে গিয়ে ওই জওয়ান অপহৃত হয়েছিলেন দুষ্কৃতীদের হাতে। সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের এক ঊর্ধ্বতন বিএসএফ কর্মকর্তা পিটিআইকে বলেন, 'ওই জওয়ানকে বাংলাদেশি নাগরিকরা অপহরণ করে আটকে রেখেছিল, কিন্তু আমরা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) কাছে বিষয়টি উত্থাপন করলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ওই জওয়ান এখন আমাদের সঙ্গেই আছেন এবং ভালো আছেন।'

(৫ পাতার পর)

## রাজনীতি থেকে বার্লিনের ছাদে সংসার: মহুয়া মৈত্র ও পিনাকী মিশ্রর 'অপরিচিত' পরিণয়

হয়ে তিনবার সাংসদ।

রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো ছিলই— পিনাকীর এবারের নির্বাচন থেকে বিরতি নেওয়ার কারণ মহুয়ার সঙ্গে সম্পর্কই কি? যদিও ঘনিষ্ঠমহল তা পুরোপুরি উড়িয়ে দেয়নি। বরং বলেছে, পিনাকী নিজেই স্বেচ্ছায় সরে দাঁড়ান। তবে এই জুটি যে রাজনীতির বাইরে গিয়েও আলোচনার কেন্দ্রে, তা বলাই বাহুল্য।

মহুয়ার জীবন বরাবরই ঘটনাবহুল। লার্স ব্রর্সনের সঙ্গে প্রথম বিবাহ, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয় অনন্ত দেহাদ্রাইয়ের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক ও পোষ্যের মালিকানা বিতণ্ডা, এমনকি সংসদে বহিষ্কারের মত বিতর্কের মধ্যেও তিনি নিজের মতামত স্পষ্ট রাখতে পিছপা হননি।

অভিনেত্রী নুসরত জাহানের তুরস্কে 'ডেস্টিনেশন ওয়েডিং' রাজনৈতিক মহলে যেমন আলোচনার বিষয় হয়েছিল, মহুয়া-পিনাকীর এই বিদেশ-বিবাহ যেন তাতে আর এক প্রস্থ সংযোজন। তবে মহুয়া বরাবরের মতোই স্পষ্ট— রাজনীতির বাইরে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে নিজের মতোই গড়বেন।

যেখানে রাজনীতি আজ ভাগাভাগির, বিভেদের, অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের প্ল্যাটফর্ম— সেখানে দুই ভিন্ন প্রদেশের দুই অভিজ্ঞ রাজনীতিকের এই ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যেন একটি নতুন বার্তা দেয়: সম্পর্কের মধ্যে সৌন্দর্য খুঁজে নেওয়া যায়, মতপার্থক্যের মধ্যেও সম্মিলন সম্ভব।

বার্লিনের ছাদে লেখা হল এক অনন্য রাজনৈতিক প্রেমকাহিনির নতুন অধ্যায়।

## কলকাতা পৌরনিগমে হকার নিয়ে এক বৈঠক

**বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা**

কলকাতা পুরসভার টাউন ভেন্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগদান করলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।কলকাতা পুরসভার কনফারেন্সে হলে টাউন ভেনডিং কমিটির সদস্য সহ কমিটির চেয়ারম্যান ধবল জৈন, কো-চেয়ারম্যান দেবাশীষ কুমার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে বিশেষ করে নিউ মার্কেটে অবৈধ হকার নিয়ন্ত্রণ সহ একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান মেয়র পারিষদ হকার পূর্ণবাসন বিভাগ ও টাউন ভেন্ডিং কমিটির কো- চেয়ারম্যান দেবাশীষ কুমার। তবে যাদের ব্লাক টপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে পূর্ণবাসন দেওয়ার জন্য টাউন ভেন্ডিং কমিটির হকার ইউনিয়ন নেতৃত্বদের বিকল্প জায়গা খুঁজে দিতে বলা হয়েছে । তার দাবি, কলকাতা পুলিশে হকার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সমস্ত রকমের সহযোগিতা করছে । তার অভিযোগ পুলিশের অসহযোগিতার জন্যই ব্লাক টপে নতুন করে বসে যাচ্ছে কিছু অবৈধ হকার। তার অভিযোগ পুলিশ না চাইলে নতুন করে কোনো হকার ব্লাক টপে বসতে পারে না। এছাড়া তারা আবার বৈঠকে হকারদের শংসাপত্র দেওয়া নিয়ে সওয়াল করেছেন বলে দাবি জানান শক্তিমান ঘোষ।

# সিনেমার খবর

## সুযোগ পেলে পর্দায় যৌনকর্মী হতেও রাজি: জিনাত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বলিউডের প্রবীণ অভিনেত্রী জিনাত আমান। ৬০ থেকে ৭০-এর দশকে বলিউডের অন্যতম শীর্ষ নায়িকাদের মধ্যে একজন ছিলেন তিনি। নায়িকা তো বটেই, খলনায়িকার চরিত্রেও দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় ছিলেন তিনি। যারা 'সত্যম শিবম সুন্দরম' ছবিটি দেখেছেন তারা জিনাত আমনের সাহসীকথার কথা জানেন। অভিনয়ের খাতিরে চরিত্রের জন্য তিনি কতটা সাহসী হতে পারেন- তা বারবার প্রমাণ করেছেন তিনি।

এ রকম আরও সাহসী গল্পের কথা সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে প্রকাশ্যে এনেছেন অভিনেত্রী। ক্যারিয়ারের শুরুর সময় শাম্মি কাপুরের প্রথম পরিচালিত 'মনোরঞ্জন' সিনেমায় অভিনয় করেচিলেন জিনাত। এতে জিনাতকে দেখা গেছে যৌনকর্মীর ভূমিকায়।

সাধারণত ক্যারিয়ারের শুরুতে এই ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে হুট করে কেউ রাজি হন না। কারণ, অভিনয় সফল হলেও গায়ে ট্যাগ লেগে যায়। একই ধরনের চরিত্র তখন পরপর আসতে থাকে। জিনাত কিন্তু এ সবের পরোয়া করেননি।

জিনাত আমান বলেন, 'অভিনয়ের সুযোগ পেলে পর্দায় যৌনকর্মী হতেও রাজি।'

'মনোরঞ্জন' ছবিতে কিছু যৌনকর্মীর জীবন দেখিয়েছিলেন শাম্মি। অভিনেত্রীর দাবি, 'সাধারণত, পর্দায় যৌনকর্মী মানেই যেন অত্যাচারিত, অবদমিত। এক উদারচেতা পুরুষ এসে তাকে উদ্ধার করবে- সেই আশায় পথ চেয়ে বসে থাকে সে। শাম্মির ছবিতে আমাদের কিন্তু সেভাবে দেখানো হয়নি। আমরা নিজেদের জীবনে ভীষণই খুশি ছিলাম।'

একদম ভিন্ন স্বাদের চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে চিন্তা করেননি তিনি। ক্যারিয়ারের শুরুতে শাম্মি তাকে এই সুযোগ দেওয়ায় আজীবন তিনি কৃতজ্ঞ পরিচালক-অভিনেতার প্রতি।

প্রসঙ্গত, ১৯৭০ ও ৮০-এর দশকে বলিউডের হিন্দি চলচ্চিত্রে অভিনয় করা জিনাত আমন ১৯৭০ সালে মিস ইন্ডিয়া সুন্দরী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় রানার আপ হন। একই বছরে মিস এশিয়া প্যাসিফিকে অংশ নিয়ে শিরোপা জয় করেন।

## হাই জুনুনে জ্যাকুলিন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

জিওহটস্টার সম্প্রতি প্রকাশ করেছে তাদের নতুন ওয়েব সিরিজ 'হাই জুনুন- ড্রিম. ডেয়ার. ডমিনেট.'-এর অফিসিয়াল ট্রেলার। অ্যাকশন, আবেগ, সংগীত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিপূর্ণ এ ড্রামা সিরিজটি পরিচালনা করেছেন অভিষেক শর্মা এবং প্রযোজনা করেছে জিও ক্রিয়েটিভ ল্যাবস।

মুম্বাইয়ের অ্যান্ডারসন কলেজের প্রেক্ষাপটে নির্মিত এ সিরিজে উঠে এসেছে নাচ ও সংগীতভিত্তিক প্রতিযোগিতার জগৎ। গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে 'সেবি' চরিত্রে অভিনয় করা সুমেধ মুডগালকর, যে 'দ্য মিসফিটস' নামে একটি দল গড়ে তোলে, যার মেন্টর হন জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ। তার চরিত্রের নাম 'পার্ল সালধানা'। তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী 'দ্য সুপারসোনিকস', কলেজের অভিজাত ও প্রভাবশালী দল, যার নেতৃত্বে রয়েছে 'গগন আহুজা' যে চরিত্রে অভিনয় করছেন নীল নীতীন মুকেশ। নিজের নতুন এ কাজ নিয়ে জ্যাকুলিন ফার্নান্দেজ বলেন, 'পার্ল চরিত্রটি বাহ্যিকভাবে গ্ল্যামারাস হলেও তার গভীরে রয়েছে এক দুর্বলতা। এ চরিত্রে কাজ করতে গিয়ে আমাকে দীর্ঘ সময় নাচের অনুশীলন করতে হয়েছে।'

সিরিজটি নিয়ে পরিচালক অভিষেক শর্মা জানান, এটি অসাধারণ গল্পে নির্মাণ করা হয়েছে। এ সময় তিনি অভিনেতাদের প্রশংসাও করেন। হাই জুনুন ড্রিম. ডেয়ার. ডমিনেট.- এ আরও অভিনয় করছেন বোমান ইরানি, সিদ্ধার্থ নিগম, প্রিয়াঙ্ক শর্মাসহ একঝাঁক নতুন মুখ। এটি শিগগিরই জিওহটস্টারে মুক্তি পেতে চলেছে।

## সবাই ধরেই নিয়েছিল আমি পাগল হয়ে গেছি: বিপাশা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মডেল হিসেবে কাজ শুরু করলেও ২০০১ সালে 'আজনবি' সিনেমা দিয়ে রূপালি পর্দায় অভিষেক হয় বিপাশা বসুর। এরপর আর পেছনে ফিরে তাকতে হয়নি। উপহার দিয়েছেন একের পর এক হিট সিনেমা। সম্প্রতি একটি ভিডিও সামনে আসার পর তার চেহারা নিয়ে কটু কথা বলছেন অনেকে। এমন সময় সামনে এসেছে বিপাশার একটি সাক্ষাৎকার, যেখানে ক্যারিয়ার নিয়ে কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী। সঙ্গে টেনেছেন 'জিসম' সিনেমার প্রসঙ্গ।

বিপাশা বলেন, "ক্যারিয়ারের মাঝে সময়ে সবাই বলেছিল প্রাপ্তবয়স্ক ছবিতে এখন অভিনয় করা ঠিক হবে না। অনেকে বলেছেন, হিন্দি ছবির অভিনেত্রীদের মতো হও তুমি। দর্শকের মনে জায়গা করে নিয়েছ তুমি ইতিমধ্যেই। 'জিসম'-এর মত সিনেমায় অভিনয় করা ঠিক হবে না। কিন্তু আমি কারও কথা শুনিনি।"

অভিনেত্রী বলেছেন, 'যারা আমার বিষয়ে জানেন তারা সবাই ধরেই নিয়েছিল, আমি হয়তো পাগল হয়ে গেছি।'

অভিনেত্রীর মতে, এই ছবিতে কাজ করার সিদ্ধান্তটা তার একেবারেই সঠিক ছিল। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছবি হলেও তার অভিনয় প্রশংসিত হয়েছিল। তাই 'জিসম'-এ অভিনয় করার পরে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি বিপাশাকে।

বিপাশার ভাষ্য, "নারীরা নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় করতে পারবেন না- এই সিনেমার সেই ধরনের ধারণা বদলে যায়। খুব গুরুত্বপূর্ণ ছবি এটি।"

# ইউরোপের সেরা গোলদাতা এমবাপ্পে, প্রথমবারের মতো জিতলেন গোল্ডেন শু

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

লা লিগায় ৩১টি গোল করে প্রথমবারের মতো ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু পুরস্কার জিতেছেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। মোট ৬২ পয়েন্ট নিয়ে এই মৌসুমে ইউরোপের শীর্ষ লিগ গোলদাতার সম্মান অর্জন করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের ফরাসি এই ফরোয়ার্ড।

শনিবার লা লিগার শেষ ম্যাচে দুই গোল করে এমবাপ্পে ছাপিয়ে যান স্পোর্টিং লিসবনের ভিক্টর গিয়োকারেসকে। এই গোলগুলোর মাধ্যমেই তিনি ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগভিত্তিক ওজনযুক্ত তালিকায় শীর্ষে উঠে আসেন, যেখানে শুধু লিগের গোলই বিবেচনায় নেওয়া হয়।

২৬ বছর বয়সী এমবাপ্পে রিয়াল মাদ্রিদের ইতিহাসে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু জিতলেন। তার আগে এই পুরস্কার জিতেছিলেন হুগো সানচেজ ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো।

২০০৪ ও ২০০৫ সালে আর্সেনালের হয়ে থিয়েরি অঁরি ছিলেন সর্বশেষ ফরাসি খেলোয়াড়, যিনি এই পুরস্কার জিতেছিলেন।

এমবাপ্পে এ মৌসুমে লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার পিচিচি ট্রফিও জিতেছেন। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে তার গোলসংখ্যা ৪৩টি।

রোববার মনাকোতে ফর্মুলা ওয়ান গ্র্যান্ড প্রিক্স দেখতে গিয়ে হয়তো ভাবতেই পারেননি, সেদিনই তাকে ছাপিয়ে যেতে পারতেন মিসরীয় তারকা মোহাম্মদ সালাহ। তবে লিভারপুলের শেষ ম্যাচে হ্যাটট্রিকের প্রয়োজন থাকলেও সালাহ গোল করেন মাত্র একবার। ২৯ গোল নিয়ে তিনি তৃতীয় হয়েছেন।

চতুর্থ হয়েছেন বার্সেলোনার পোলিশ স্ট্রাইকার রবার্ট লেভানডোভস্কি। বিলবাওয়ের বিপক্ষে রোববার দুটি গোল করে তার মোট গোল দাঁড়ায় ২৭টিতে। এতে করে তিনি ইউরোপে চতুর্থ এবং পিচিচিতে দ্বিতীয় হয়েছেন।

গতবারের গোল্ডেন শু জয়ী হ্যারি কেইন এইবার পঞ্চম হয়েছেন। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে ২৬ গোল করে বুন্দেসলিগা শিরোপা জয়ের পাশাপাশি ব্যক্তিগত এই স্বীকৃতি অর্জন করেছেন।

তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে আছেন আতালান্তার মাটেও রেতেগুই, যিনি সিরি আ'র শীর্ষ গোলদাতা হিসেবে ২৫টি গোল করেছেন।

তবে গোল সংখ্যায় সবার ওপরে ছিলেন ভিক্টর গিয়োকারেস, যিনি ৩৯টি গোল করেন। কিন্তু ইউরোপের 'বিগ ফাইভ' লিগ—লা লিগা, প্রিমিয়ার লিগ, বুন্দেসলিগা, লিগ ওয়ান এবং সিরি আ—এর প্রতি গোলের ওজন ২ করে ধরা হয়। অন্যদিকে নিচের ১৬টি র‍্যাংকড লিগের ক্ষেত্রে প্রতি গোলের ওজন ১.৫।

চূড়ান্ত পয়েন্ট টেবিল:
এমবাপে (৬২ পয়েন্ট)
গিয়োকারেস (৫৮.৫ পয়েন্ট)
সালাহ (৫৮ পয়েন্ট)
লেভানডোভস্কি (৫৪ পয়েন্ট)
কেইন (৫২ পয়েন্ট)

# ১৪০ মিলিয়নে লিভারপুলের পথে উইর্টজ

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

বায়ার লেভারকুসেন মিডফিল্ডার ফ্লোরিয়ান উইর্টজকে নিয়ে বায়ার্ন মিউনিখ প্রেসিডেন্ট হার্বার্ট হায়নার বেশ বড় গলায় বলেছিলেন, 'আমরা ম্যানসিটি ও লিভারপুলের সঙ্গে লড়াই করবো।' জার্মানির সবচেয়ে বড় ক্লাব হওয়ায় এবং উইর্টজ জার্মান ফুটবলার হওয়ায় আত্মবিশ্বাসী ছিল বায়ার্ন। ক্লাবটি আবার জার্মান ফুটবলারদের আঁতুড়ঘরও।

তবে হার মেনে নিয়েছেন বায়ার্ন প্রেসিডেন্ট, 'আমরা হার স্বীকার করে নিচ্ছি। ম্যাক্স আবেল (স্পোর্টিং ডিরেক্টর) জানিয়েছেন, উইর্টজ লিভারপুলের পথ ধরেছে। জানি না, লিভারকুসেনের সঙ্গে তারা কীভাবে সমঝোতা করেছে।'

সংবাদ মাধ্যম গোল জানিয়েছে, লিভারপুলে যেতে সম্মত হয়েছেন উইর্টজ। 'শুধু লিভারপুলেই যাবো' এমন কথাও নাকি বলেছেন ২২ বছর বয়সী এই তারকা। তার পরিবারও লিভারপুলের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে এবং রেডস কোচ আর্ন স্লটের প্রজেক্ট পছন্দ করেছে।

উইর্টজকে দলে নিতে অবশ্য মোটা অঙ্কের অর্থ খরচ করতে হচ্ছে লিভারপুলের। ওই অর্থ তারা কীভাবে শোধ করতে সেটাই এখন আলোচনার বিষয়। লেভারকুসেন জার্মান তরুণের জন্য ১৪০ মিলিয়ন ইউরো দাবি করেছে। চুক্তি ওই অর্থের আশপাশেই হবে বলে জানিয়েছে স্কাই স্পোর্টস।

তবে চুক্তির আংশিক অর্থ এক বা একাধিক ফুটবলার দিয়েও শোধ করতে পারে অল রেডসরা। যেমন- লেভারকুসেন আগামী মৌসুমের জন্য একজন মিডফিল্ডার, স্ট্রাইকার, ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষক দলে নেওয়ার কথা ভাবছে। লিভারপুল আবার স্ট্রাইকার ডারউইন নুনিয়েজকে বিক্রি করে দেবে। নিয়মিত খেলতে আইরিশ গোলরক্ষক কোয়েহিন কেলিহার লিভারপুল ছাড়তে চান। মিডফিল্ডার এনডোকেও ছাড়তে প্রস্তুত রেডসরা।

# টেনিসকে খুব বেশি মিস করেন না নাদাল

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন**

গত নভেম্বরে ডেভিস কাপের মাধ্যমে পেশাদার টেনিসকে বিদায় বলা স্প্যানিশ কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল জানিয়েছেন, অবসরের ছয় মাস পেরিয়ে এলেও তিনি টেনিসকে খুব একটা মিস করেন না।

ফ্রেঞ্চ ওপেনের উদ্বোধনী আয়োজনে রোববার (২৬ মে) উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমন মন্তব্য করেন ২২ গ্র্যান্ড স্ল্যামজয়ী এই তারকা।

২০০১ সালে ক্যারিয়ার শুরু করে প্রায় ২৩ বছরের পেশাদার টেনিসজীবন শেষে নাদাল বলেন, 'আমি টেনিসকে খুব বেশি মিস করি না, কারণ আমি মনে করি আমি আমার যা ছিল সব দিয়েছি। আমি আজ এই শান্তি নিয়ে এসেছি যে আমি কোর্টে থাকতে পারছি না। আমার শরীর আমাকে কোর্টে থাকতে দিচ্ছে না। এটাই সব। আমি শান্তিতে আছি।'

৩৮ বছর বয়সী নাদাল জানান, তার ক্যারিয়ারে কোনো অতৃপ্তি নেই। 'সম্ভাব্য সেরা ক্যারিয়ার গড়ার জন্য যা যা করা দরকার ছিল সবই করেছি। এখন আমি আমার জীবনের এই নতুন পর্যায় উপভোগ করছি। যদিও এটাতে টেনিস ক্যারিয়ারের মতো অ্যাড্রেনালিন নেই, তবুও আমি কম খুশি নই।

অবসরের পর এখন পর্যন্ত একবারও র‍্যাকেট হাতে নেননি বলে জানান নাদাল। তিনি বলেন 'অবসরের পর আমি এখনও র‍্যাকেট ধরিনি। তাই টেনিস কোর্টে না থেকে ছয় মাস হয়ে গেছে।'

তিনি জানান, বর্তমানে সময় দিচ্ছেন নিজের টেনিস একাডেমি, দাতব্য সংস্থা এবং ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে।

তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, আমি খেলব। কোনো এক সময় ফিরে আসব, কারণ কোনো এক সময় আমি একটি প্রদর্শনী বা এরকম কিছু খেলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করব।

রাফায়েল নাদালকে 'ক্লে কোর্ট কিং' বলা হয়। তিনি ১৪ বার ফ্রেঞ্চ ওপেন জিতে রেকর্ড গড়েছেন। তার টেনিস কোর্ট থেকে বিদায় বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গনের জন্য এক যুগের অবসান।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR